দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JUN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্যাকেট ছেঁড়া থাকায় বরিশালের বানারীপাড়া কলেজ ও বাইশারী কলেজ উক্ত প্যাকেট গ্রহণ করে নাই বলিয়া একটি সংবাদ গত ১৫ই জুনের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৩ই জুন ছিল ট্রেজারী হইতে প্রশ্নপত্র গ্রহণের দিন। ঐ দিনই প্রশ্নপত্রের প্যাকেট ছেঁড়া থাকার ব্যাপারটি ধরা পড়ে। এদিকে আজ সারাদেশে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হইতেছে। পরীক্ষার মাত্র ৩ দিন আগে প্রশ্নপত্র লইয়া এই ঘাপলা দেখা দেওয়ায় উক্ত দুই কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারটি অনিশ্চিত হইয়া পড়ারই কথা। একই সাথে অনিশ্চিত হইয়া পড়ার কথা উক্ত দুই কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনও। পরীক্ষার মাত্র ১ দিন পূর্বে প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত এই জটিলতার খবর সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া উক্ত দুই কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী ও তাহাদের অভিভাবকদের কি রকম দুশ্চিন্তা ও মানসিক অশান্তির মধ্যে পড়ার কথা তাহাও সহজেই অনুমেয়।

পরীক্ষা আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর নিকট একটি মোটামুটি ভীতিকর ঘটনা বটে। শুধু পরীক্ষার্থীরাই নয়, অভিভাবকগণও তাহাদের সন্তানদের পরীক্ষার পূর্বে এবং পরীক্ষা চলাকালে রীতিমত স্নায়বিক চাপের মধ্যে থাকেন। শিক্ষা এবং চাকুরী ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত বাড়িতেছে এই চাপও তত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার সহিত পাল্লা দিয়াই যেন পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত ঘাপলা-কেলেঙ্কারির সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এখন আর বোর্ডের পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই, বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং এমনকি বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত ঘটনাও প্রায়ই ঘটিতেছে। ইদানীং আরেকটি অভিযোগও পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইল পরীক্ষার হলে উত্তরপত্রের বা অতিরিক্ত উত্তরপত্রের ঘাটতি সংক্রান্ত। এইসব লইয়া যথারীতি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হইতেছে, ঘটনা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে—কখনও কখনও সিআইডি নিয়োগ করিয়া তদন্ত হইতেছে; অনেক ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করাও সম্ভব হইতেছে। তাহার পরেও পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্র লইয়া ঘাপলা ও কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটিয়াই চলিয়াছে। এই প্রেক্ষাপটে যদি বলা হয় পরীক্ষা আয়োজনের বর্তমান পদ্ধতিটির মধ্যেই সমস্যা ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে কি ভুল বলা হইবে?

পরীক্ষা হইতেছে শিক্ষা ও মেধা যাচাইয়ের মাধ্যম। পরীক্ষা যদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করা না যায়—পরীক্ষা গ্রহণের কোন পর্যায়ে যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রশ্নপত্র বা উত্তরপত্রের অভাব অথবা অবাধ নকলের মত ঘটনা ঘটে তবে মেধা যাচাইয়ের কাজটি শুধু ব্যাহতই হয় না, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চতর মেধার অধিকারী পরীক্ষার্থী প্রাথিত সুফল হইতে বঞ্চিত হয় এবং অযোগ্য পরীক্ষার্থী লাভবান হয়। বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এ ধরনের ঘটনা উপর্যুপরি ঘটিতে থাকিলে জাতীয় শিক্ষার মান মিয়মাণমুখী হইতে বাধ্য। এদেশে সে আলামত যে দেখা যাইতেছে তাহা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। এমতাবস্থায় দেশে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং পরীক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যায়ন তথা মেধা যাচাইয়ের স্বার্থে প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণ ও আয়োজনের পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি আছে কিনা, থাকিলে কোথায় তাহা নিরূপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। এব্যাপারে বিলম্বের অবকাশ নাই। দেশে পরীক্ষা গ্রহণ ও আয়োজনের ব্যাপারটি ইতোমধ্যে যথেষ্ট বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে আর বাড়িতে দিলে পরীক্ষা নামক প্রক্রিয়াটিই অর্থহীন হইয়া পড়িবে।